৪৬

ভোরের কাগজ

তারিখ 14 JAN 1998
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৬

সুনামগঞ্জ জেলার প্রাথমিক শিক্ষা

বেশ কিছু শিক্ষক, শিক্ষা কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ শূন্য সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে

উজ্জ্বল মেহেদী : জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো নানারকম সমস্যায় জর্জরিত। এসব বিদ্যালয়ে সরকার কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত শিক্ষক ও থানা শিক্ষা অফিসে কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেশ কটি পদ শূন্য থাকায় সুনামগঞ্জে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, জেলার ১০টি থানায় বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৩ লাখ ৭৭ হাজার ৩৩১। এর মধ্যে ২ লাখ ৬৬ হাজার ৭৭৫ জন ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। বাকি ১ লাখ ১০ হাজার ৫৫৬ জন বিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত। যদিও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস কর্তৃক সুনামগঞ্জ সদর থানায় ৭৭ দশমিক ৭২ ভাগ, জগন্নাথপুর থানায় ৭৪ দশমিক ৪৩ ভাগ, ছাতক থানায় ৭৩ দশমিক ৭২ ভাগ, ধরমপাশা থানায় ৭২ দশমিক ৯১ ভাগ, দিরাই থানায় ৮০ দশমিক ০৮ ভাগ, জামালগঞ্জ থানায় ৭৬ দশমিক ৮৭ ভাগ, তাহিরপুর থানায় ৮১ দশমিক ৮০ ভাগ, দোয়ারা বাজার থানায় ৭২ দশমিক ৪৬ ভাগ, বিশ্বম্ভরপুর থানায় ৮৯ দশমিক ৯২ ভাগ এবং শাল্লা থানায় ৮৪ দশমিক ১৫ ভাগ ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। এছাড়া সমস্ত জেলায় সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচির চলতি বছরের সফলতা কাগজপত্রে ৭৮ দশমিক ৩৭ ভাগ দেখানো হলেও বাস্তবে এর সফলতা ৪০ দশমিক ০৮ ভাগ হবে বলে একটি সূত্র জানান।

দেশের ভাটি অঞ্চলের জেলা সুনামগঞ্জ শিক্ষাক্ষেত্রে এখনো পশ্চাৎপদ। এ অবস্থার পরিবর্তন তথা শিক্ষার হারকে দ্রুত ত্বরান্বিত করতে জেলা শহরে পৌরসভা কমিটি, থানা পর্যায়ে থানা ও ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা হলেও কার্যক্ষেত্রে কমিটিগুলো নির্লিপ্ত। অধিকাংশ কমিটি বাস্তবে কোনো কাজকর্ম না করলেও খাতাপত্রে সক্রিয় আছে বলে দেখানো হয়। সম্প্রতি 'টেবিল রিপোর্টে' বাধ্যতামূলক শিক্ষা কার্যক্রমের ব্যাপক সফলতা দেখানো হয়েছে। কিন্তু বাস্তব চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। সরজমিন শহর ও থানা সদরে অবস্থিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতি দুই-তৃতীয়াংশ দেখা গেলেও গ্রামীণ স্কুলগুলোর অবস্থা নাজুক। দেখা গেছে, যে হারে ছাত্রছাত্রীরা অনুপস্থিত থাকে ঠিক একইভাবে শিক্ষক-শিক্ষিকারাও গরহাজির থাকছেন।

অন্যদিকে শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে শিক্ষক সংখ্যার তারতম্যের পাশাপাশি নানাবিধ সমস্যা থাকায় শিক্ষা কার্যক্রম কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারছে না। যেখানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত সেখানে বেসরকারি স্কুলগুলোর হাল-হকিকত যে কি রূপ হবে তা সহজে অনুমেয়। প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে বিরাজমান দৈন্যদশার ব্যাপারে কজন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির অভিমত হচ্ছে, দৃশ্যমান অবস্থা জেলার প্রাথমিক শিক্ষা ত্বরান্বিত করার অনুকূলে নয়। শিক্ষকসহ শিক্ষা কর্মকর্তার পদশূন্যতা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় সমস্যা দূরকল্পে কর্তৃপক্ষ উদ্যোগী না হলে সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচি দস্তুরমতো বাধাগ্রস্ত হয়েপড়বে।

সুনামগঞ্জ জেলা শিক্ষা অফিস সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, সুনামগঞ্জ সদর থানায় প্রধান শিক্ষকের ২০, সহ-শিক্ষকের ১০, থানা শিক্ষা কর্মকর্তার এক ও সহকারী থানা শিক্ষা কর্মকর্তার চারটি, ছাতকে প্রধান শিক্ষকের ২৩, সহ-শিক্ষকের ১৩, থানা শিক্ষা কর্মকর্তার চারটি এবং জগন্নাথপুরে প্রধান শিক্ষকের ২৭টি, সহ-শিক্ষকের ১৭টি, থানা শিক্ষা কর্মকর্তার চারটি পদও শূন্য রয়েছে।

ধরমপাশা থানায় প্রধান শিক্ষকের ১৭, সহ-শিক্ষকের ১২, থানা শিক্ষা কর্মকর্তার একটি ও সহকারী থানা শিক্ষা কর্মকর্তার একটি, শাল্লায় প্রধান শিক্ষকের চারটি সহ-শিক্ষকের দুইটি ও থানা শিক্ষা কর্মকর্তার একটি, জামালগঞ্জে প্রধান শিক্ষকের সাত, সহ-শিক্ষকের ছয় ও থানা শিক্ষা কর্মকর্তার একটি পদ শূন্য রয়েছে।

দোয়ারা বাজারে প্রধান শিক্ষকের আটটি, সহ-শিক্ষকের তিনটি ও থানা শিক্ষা কর্মকর্তার একটি, বিশ্বম্ভরপুরে প্রধান শিক্ষকের আটটি, থানা শিক্ষা কর্মকর্তা ও সহকারী থানা শিক্ষা কর্মকর্তার দুইটি এবং দিরাই থানায় প্রধান শিক্ষকের সাতটিসহ শিক্ষকের চারটি, থানা শিক্ষা কর্মকর্তার একটি এবং সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তার একটি পদ শূন্য রয়েছে বলে জানা গেছে।